দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ

৩০ জন শিক্ষক দীর্ঘদিন কর্মস্থলে যোগ না দিয়েও বেতন-ভাতা নিয়েছেন

॥ দিনাজপুর সংবাদদাতা ॥

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে বদলির নির্দেশ দেয়ার পরও ৩০ জন শিক্ষক কর্মস্থলে যোগদান না করে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করার অভিযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চিঠি পাঠিয়েছে।

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোঃ হামিদুল হক বক্তব্যে বলেন, তিনি এক মাস পূর্বে কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। কলেজে ৬৫ জন শিক্ষকের তালিকা পাওয়া গেলেও ৩০ জন শিক্ষক দীর্ঘ সময় থেকে অনুপস্থিত রয়েছেন। এর মধ্যে মানসিক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম, অর্থো-সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. এ কে এম আনিসুর রহমান, ডেন্টাল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক

(২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

৩০ জন শিক্ষক দীর্ঘদিন

(প্রথম পৃঃ পর)

ডা. মোঃ কামরুল আহসান সুজা এবং মডিউল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. এ কে এম আকরামুল হক তালিকাভুক্ত ১০ হতে ৭ বছর পূর্বে এই কলেজে বদলি করা হলেও এই ৪ জন চিকিৎসক এই কলেজে দায়িত্ব পালন করতে আসেননি। তবু অধিদপ্তরের বদলির নির্দেশের পর কর্মস্থলে যোগদানপত্র দিয়ে নিজেদের চেম্বারে প্রাকটিস নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। তবে প্রতি মাসের বেতন ঠিকই তাদের ব্যাংকের হিসাব নম্বরে জমা হচ্ছে। একইভাবে বিগত সরকার এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বর্তমান মহাজোট সরকারের সময়ে একাধিক চিকিৎসককে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অধ্যাপক হতে সহকারী অধ্যাপক পদে বদলি করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২৬ জন শিক্ষক বদলির নির্দেশ পত্র নিয়ে কর্মস্থলে যোগদান করে চলে গেছেন, অন্যান্যরা এইসব শিক্ষক কর্মস্থলে কোন দায়িত্ব পালন না করে তারা তাদের নিজস্ব চেম্বারে প্রাকটিস চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রাপ্তিক পর্যায়ে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের কার্যালয় থেকে কারণ দর্শানোর পরও কর্মস্থলে যোগদান না করায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১ আগস্ট থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৪টি পত্র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হিসাব শাখা এবং জেলা হিসাব রক্ষণ অফিস সূত্রে জানা গেছে, কর্মস্থলে যোগদান না করলেও এই ৩০ জন শিক্ষক বেতন-ভাতা বাবদ প্রায় ১০ কোটি টাকা উত্তোলন করেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে বদলির নির্দেশ দেয়ার পরও ৩০ জন শিক্ষক কর্মস্থলে যোগদান না করে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করার অভিযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চিঠি পাঠিয়েছে।

দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোঃ হামিদুল হক বক্তব্যে বলেন, তিনি এক মাস পূর্বে কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। কলেজে ৬৫ জন শিক্ষকের তালিকা পাওয়া গেলেও ৩০ জন শিক্ষক দীর্ঘ সময় থেকে অনুপস্থিত রয়েছেন। এর মধ্যে মানসিক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম, অর্থো-সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. এ কে এম আনিসুর রহমান, ডেন্টাল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ কামরুল আহসান সুজা এবং মডিউল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. এ কে এম আকরামুল হক তালিকাভুক্ত ১০ হতে ৭ বছর পূর্বে এই কলেজে বদলি করা হলেও এই ৪ জন চিকিৎসক এই কলেজে দায়িত্ব পালন করতে আসেননি। তবু অধিদপ্তরের বদলির নির্দেশের পর কর্মস্থলে যোগদানপত্র দিয়ে নিজেদের চেম্বারে প্রাকটিস নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। তবে প্রতি মাসের বেতন ঠিকই তাদের ব্যাংকের হিসাব নম্বরে জমা হচ্ছে। একইভাবে বিগত সরকার এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বর্তমান মহাজোট সরকারের সময়ে একাধিক চিকিৎসককে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অধ্যাপক হতে সহকারী অধ্যাপক পদে বদলি করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২৬ জন শিক্ষক বদলির নির্দেশ পত্র নিয়ে কর্মস্থলে যোগদান করে চলে গেছেন, অন্যান্যরা এইসব শিক্ষক কর্মস্থলে কোন দায়িত্ব পালন না করে তারা তাদের নিজস্ব চেম্বারে প্রাকটিস চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রাপ্তিক পর্যায়ে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের কার্যালয় থেকে কারণ দর্শানোর পরও কর্মস্থলে যোগদান না করায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১ আগস্ট থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৪টি পত্র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।